

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, রবিবার, ১৮ কার্তিক ১৪২১, ০২ নভেম্বর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী
সচিব ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবার সরকার গঠনের পর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এটাই আমার প্রথম পরিদর্শন।

আমি মনে করি, এ পরিদর্শনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনাদের সাথে আমার মত বিনিময়ের সুযোগ হবে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে আমার প্রত্যাশা।

সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। গত পাঁচ বছরে সমাজের অবহেলিত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যনোয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। এ জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সর্ব প্রথম ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তন করে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি চালু করেন। যা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম নামে আজও বিস্তৃত রয়েছে। জাতির পিতার গৃহীত কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম, এসিডদন্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মসূচি এ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকারে এসেছে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যনোয়নে কাজ করেছে। '৯৬ এর সরকারের সময় আমরাই প্রথম বয়স্কভাতা এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের ভাতা চালু করি।

এ সময় আমরা ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ, ঢাকা কমিউনিটি ট্রাস্টের সম্প্রসারিত ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি। শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, এতিম-অনাথ ও ছিন্নমূল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প, বিভিন্ন জেলায় শিশু পরিবার প্রকল্প এবং শান্তি নিবাস প্রকল্প বাস্তবায়নসহ মানসিক ও শারিরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ও কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। আমরা ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন করি। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জুরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করি। ২৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে ১২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে বিএনপি-জামাত জোটের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে আমরা দেশের সমাজ কল্যাণ সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি।

আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন, ২০১৩ নামে দুটি আইন পাশ করেছি। “নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট” গঠন করেছি।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং একটি করে অটিজম কর্ণার চালু রয়েছে। এ কার্যক্রম আমরা উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করবো। আমি আনন্দিত যে, আমাদের এ কর্মসূচি দেশের বাইরেও অনেকে অনুসরণ করছেন।

আপনারা জানেন আমার কন্যা সায়মা হোসেন পুতুল একজন মনোবিশেষজ্ঞ হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অটিজমসহ নিউরো-ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কার্যক্রমকে সংগঠিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। তারই উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে জাতিসংঘের ৬৭তম অধিবেশনে একটি প্রস্তাব দেয়। এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত হয়।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার হার তিনশত পঞ্চাশ টাকা হতে পাঁচশত টাকায় উন্নীত করেছি। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩ লাখ ১৬ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে লাখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরাই প্রথম প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপের কাজ শুরু করি। এ জরিপের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৯১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে এ তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি সাধারণ স্কুলে সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২৮টি নতুন হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ৯টি হোস্টেল নির্মাণাধীন রয়েছে। আমরা দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। সরকারি রেল প্রেস থেকে ছাপানো বই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। রেল পদ্ধতির উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও এটআই প্রকল্প একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় Centre For Neurodevelopment and Autism in Children স্থাপন করেছি। একইসাথে সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ ধরনের শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র চালু করেছি। শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য “কল্লিয়ার ইমপ্লান্ট” স্থাপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢাকার মিরপুরে একটি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে এবং সাভারে একটি বহুমুখী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আমাদের পদক্ষেপ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের সরকার চলতি অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা খাতে ১ হাজার ৩০৭ কোটি টাকা এবং বিধবা ভাতা খাতে ৪৮৬ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। মাসিক ভাতার পরিমাণ তিনশত টাকা হতে চারশত টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার জনকে বয়স্ক ভাতা ও ১০ লক্ষ ১২ হাজার নারীকে বিধবা ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচনী অঙ্গিকার অনুযায়ী আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, হিজড়া, দলিত, বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য দুটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। আমাদের সরকারই হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

অসহায় চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ক্যান্সার, কিডনি ও লিভারসিরোসিস রোগে আক্রান্ত হতদরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান করছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণ আমাদের সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। আমরা শিশুদের সুরক্ষায় “শিশু আইন-২০১৩” প্রণয়ন করেছি। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসনে দেশব্যাপী শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রায় সাড়ে তিন হাজার বেসরকারি এতিমখানার প্রায় ৬০ হাজার এতিম শিশুকে মাসিক ১ হাজার টাকা হারে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকারে এলে এতিম শিশুদের অধিকার রক্ষা পায়। অথচ বিএনপি-জামাত সরকারে এলে এতিমের অর্থ গ্রাস করে। আপনারা জানেন এতিম শিশুদের টাকা আত্মসাৎ করার দায়ে এখন বিএনপি নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলার বিচার কাজ চলছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের সরকার দেশে নতুন নতুন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। আমরা চলতি অর্থবছর থেকে সরকারি শিশু পরিবারসহ এ মন্ত্রণালয় পরিচালিত ২১৩টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৬ হাজার নিবাসীর জনপ্রতি ভরণপোষণ ব্যয় ২ হাজার ৬ শত টাকায় উন্নীত করেছি।

ইউনিসেফ এর সহায়তায় চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সার্ভিসেস ফর দ্যা চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকল্পে মিরপুরে ১টি ও লালমনিরহাটে ১টি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে।

চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রমকে ৯০টি সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ থেকে আমরা ৪ শত ১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সম্প্রসারিত করেছি। এর আওতায় গত ৫ বছরে ১৭ লক্ষ ৭৯ হাজার দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, চশমা, ক্রাচ, হইল চেয়ার, কৃত্রিম অঙ্গ ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

স্বচ্ছসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এর আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ হাজার সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধন প্রাপ্ত এ সকল স্বচ্ছসেবী সংস্থাসমূহকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের নিজস্ব ওয়েব সাইটগুলো এটুআই প্রকল্পের আওতায় ওয়েব পোর্টাল এ রূপান্তর করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের মাঠপর্যায়ের সকল প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সকল সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও উপকারভোগীদের ডাটাবেইজসহ **Management Information System** তৈরির কাজ চলছে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমরা বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছি। এতে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষসহ সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর সমান অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

আমি আশা করি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ অর্জিত অভিজ্ঞতা ও মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে আরও নিবেদিত হবেন। অসহায়, হতদরিদ্র বয়স্ক, বিধবা, শিশু, এতিম, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীসহ অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।

আসুন, আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষম্যহীন, দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...